স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১১ই ভাদ্র বুধবার ১৩৭০ ইংরাজী 28th Aug. 1963 { ১৪শ সংখ্যা

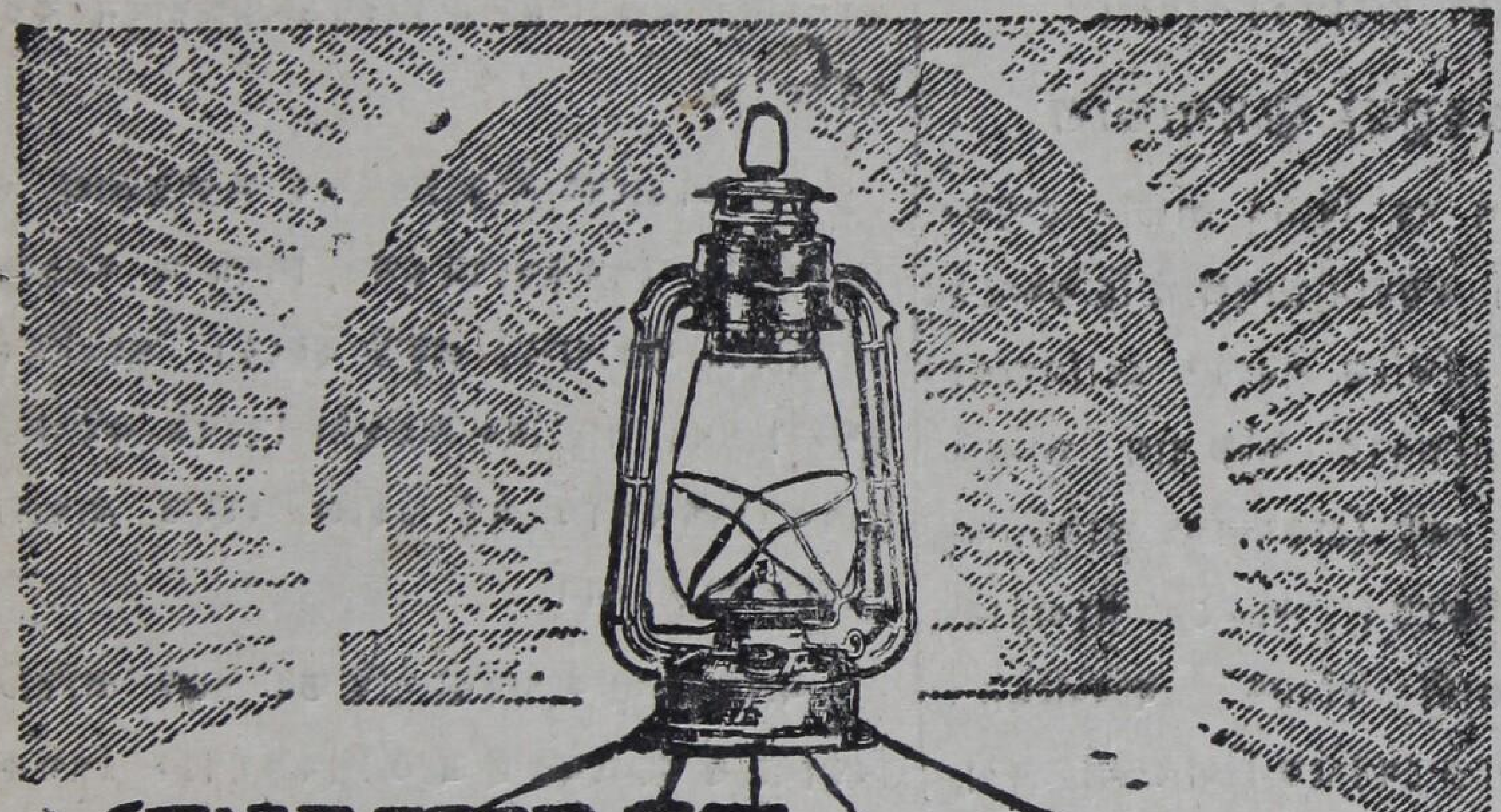

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, অগ্রিম দেয় নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭০ সাল।

চিকিৎসালয় না চিকিৎসা-লয় ?

—•—

চিকিৎসালয় মানে চিকিৎসার আলয় অর্থাৎ যে আলয় অর্থাৎ ভবনে পীড়িতের পীড়ার চিকিৎসা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-লয় শব্দের মধ্যে একটি (-) চিহ্ন থাকায় এই শব্দের দ্বারা বুঝায় যে—যেখানে চিকিৎসা হইত এক্ষণে তাহা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আগে যা হইত এখন তা হয় না।

যে কলিকাতা পূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল, স্বাধীনতা লাভের পর সেই মহানগরী কলিকাতা কেবলমাত্র পশ্চিম বাংলার রাজধানী বলিয়া পরিচিত হইতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে দুশ্চিকিৎস ব্যাধিসমূহের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল এই কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ নামক চিকিৎসা-লয় এবং চিকিৎসা-শিক্ষালয়ে।

আজও দূর দূরান্তর হইতে দুশ্চিকিৎস রোগগ্রস্ত রোগিগণ তাহার প্রাচীন সুনামে আকৃষ্ট হইয়া জীবনরক্ষার জন্য যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করতঃ এখানে চিকিৎসার জন্য আগমন করিয়া বহু আয়াস ও ব্যয় করিয়া শয্যা গ্রহণ করতঃ চিকিৎসা করাইতে আসিয়া থাকেন।

মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া আরও অনেকগুলি চিকিৎসালয় এই মহানগরীতে স্থাপিত হইয়াছে। কত শত বদান্য সহৃদয় ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্তের ব্যাধি মুক্তি পুণ্য কর্ম্ম এবং মানবতার ধর্ম্ম বলিয়া এই চিকিৎসালয়গুলির পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ এই সব চিকিৎসালয়ে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাদের সুনাম দিগন্তপ্রসারী করিয়া তুলিয়াছেন।

আজ বেতনভোগী ডাক্তার ও নার্সগণের মধ্যে খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির হিংস্র জন্তুর মত প্রকৃতিসম্পন্ন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন নর নারী পীড়াগ্রস্ত কয়েক ব্যক্তির উপর নিজেদের অমানুষিক প্রভুত্ব দেখাইয়া এরূপ অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিতেছে যে ইহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও এক ফোঁটা গোমূত্র যেমন এক গামলা বা এক জালা দুগ্ধকে নষ্ট করিয়া ফেলে এই সব অর্ব্বাচীনদের কলঙ্কে সমস্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানটিকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলে।

চিকিৎসালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যেন এই সকল অসৎ-গুণসম্পন্ন লোককে কখনও স্ব স্ব চিকিৎসালয়ে স্থান না দেন। স্ব স্ব গৃহে রোগীর চিকিৎসার জন্য এই প্রকৃতির চিকিৎসককে তাঁহারা যতই বিজ্ঞ হউন যেন কেহ চিকিৎসার্থে নিয়োগ না করেন।

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল

এই হাসপাতাল বহু দিনের প্রাচীন লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রতিদিন সমবেত রোগিগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। এই চিকিৎসালয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অনেকে পাখাটানা লোককে কম্পাউণ্ডারী করিতে দেখিয়াছেন। চতুর্থ শ্রেণীর বেয়ারা ও মেথরকে দিয়া সেলাই করা, ব্যাণ্ডেজ করা, প্লাষ্টার করান হয়। এখানে অনেক কর্ম্মচারী বহুদিন হইতে কার্য্য করিতেছেন বলিয়া কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। সকলেই কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করেন। এখানকার ষ্টাফের আমূল পরিবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক। এমন কি খাদ্য-সরবরাহকারী কণ্ট্রাক্টরকেও সরান উচিত। সবাই যেন এই হাসপাতালে মৌরসী পাট্টা করিয়া বসিয়াছে। ইতিমধ্যে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কয়েকটী লিখিত অভিযোগও হইয়াছে। এই হাসপাতালে একটা য়্যাডভাইসরী কমিটি আছে। মাননীয় মহকুমা শাসক এই কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

—

শিক্ষক দিবস

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও কেন্দ্রীয় জাতীয় শিক্ষক-কল্যাণ সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শিক্ষক-কল্যাণ কার্য্যকরী সমিতির উপদেশানুসারে প্রত্যেক জেলায় এবং প্রত্যেক মহকুমায় জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকগণের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীগণকে লইয়া একটি করিয়া জেলা ও মহকুমা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষক-কল্যাণ সংস্থা আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির জন্মদিনটি শিক্ষকদিবসরূপে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ দিনটিকে স্মরণীয় রাখিবার যেমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেইরূপ স্মারক পতাকা বিক্রয়, এককালীন দান প্রভৃতি দ্বারা জাতীয় শিক্ষক-কল্যাণ ভাণ্ডারের জন্য চাঁদা সংগ্রহেরও আয়োজন করা হইতেছে।

এই ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থ অবসরপ্রাপ্ত ও পরলোকগত শিক্ষকগণের দুর্গত, বিপন্ন ও অসহায় পরিবারের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইবে। আকস্মিক দুর্ঘটনা অথবা শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্মশক্তি রহিত শিক্ষকগণও এই তহবিল হইতে সাহায্য পাইতে পারিবেন।

আমি জেলা কার্য্যকরী সমিতির পক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকগণকে শিক্ষক দিবসে স্মারকপতাকা ধারণ করিয়া এই দিনটিকে স্মরণীয় করিবার তথা শিক্ষক-কল্যাণ ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহে আনুকুল্য করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে দানশীল সহৃদয় জেলাবাসীগণকে এই ভাণ্ডারে এককালীন অর্থ সাহায্য করিবার জন্যও জেলা কার্য্যকরী সমিতি আবেদন জানাইতেছেন।

স্বাঃ দিলীপকুমার গুহ,
জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ ও সভাপতি, জেলা কার্য্যকরী সমিতি, জাতীয় শিক্ষক-কল্যাণ সংস্থা, মুর্শিদাবাদ।

—

জ্ঞান পাপীর স্বরূপ

—:—

জয় নিতাই শ্রীগৌরাঙ্গ, কত রঙ্গ,
দেখাবে আর এ সংসারে।
আশা দড়িতে বেঁধে, পদে পদে,
বানর নাচা করছ নরে॥

দেখাতে স্ব প্রভুত্ব, সবাই মত্ত,
সত্য তথ্য গোপন করে—
করিছে বাহাদুরী, হয়ে মুড়ি,
বিকাইয়ে মিছরী দরে॥

ভিতরে স্বার্থভরা, আগা গোড়া,
মতলব পোরা হাড়ে হাড়ে—
বাহিরে অনাহারী, ধর্ম্মচারী,
বক যেমন রয় পুকুর ধারে॥

কেহবা দেশের হিতে, দিনে রেতে,
খাটছে সকল স্বার্থ ছেড়ে—
কারো বা দশের কাজে লভ্য আছে,
জুতো দান তার গরু মেরে॥

মাখিয়ে তিলক মাটী, ফোটা কাটি,
খাঁটির মত চটক ক'রে—
মাথাতে উড়িয়ে টিকি, দিচ্ছে ফাঁকি,
করছে চুরি দিন দুপুরে॥

কেহবা ভাবে পাগল, ভেবে পাগল,
কেহ পাগল ভাত বেগরে—
হইয়ে কেউ মানের পাগল, বাধাচ্ছে গোল,
মরছে ভেবে মানের তরে॥

এ সকল মনের ভ্রান্তি, এ অশান্তি,
শুধুই ভোগে অহঙ্কারে—
যদি চাও হতে মান্য, যে নিরন্ন,
দুটী অন্ন দাও তাহারে॥

ভেবে দীন বাউল বলে, অবহেলে,
মান পাবি মন সে দরবারে—
যেখানে আসল ফাঁকি, খাঁটি মেকি
আপনা হ'তে ধরা পড়ে॥

—

জেটবিমানের শব্দে রোগ নিরাময়

আটষট্টি বছর বয়সের বাকশক্তিরহিতা এক বৃদ্ধার আশ্চর্য উপায়ে বাকশক্তি ফিরে পাবার কথা আজ পশ্চিম জার্মানীর সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ জার্মানীর কন্সটান্স হ্রদের তীরে দ্বীপের মত পল্লী লিণ্ডাউতে। পল্লীটির খ্যাতি এইজন্যে যে প্রতিবছরই এখানে সারা পৃথিবীর নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা একবার করে জমা হন, সভা হয়, হৈ হুল্লোড় হয়। এবারেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীরা লিণ্ডাউয়ে এসেছিলেন। তাঁদের নিয়ে লিণ্ডাউ খুব সরগরম হয়ে উঠেছিল। এই হৈ চৈ এড়াবার জন্যে সেখানকার এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দম্পতি ঠিক করলেন কিছুদিন শান্তিতে সুইজারল্যাণ্ডে কাটিয়ে আসবেন।

এই ভেবে নিজেদের মোটরে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন কিন্তু অন্য এক মোটরের সঙ্গে এমন বিষম ধাক্কা লাগলো যে বৃদ্ধা মাথায় ভীষণ চোট খেলেন ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত হলেন। জ্ঞান ফিরলে দেখা গেল বৃদ্ধা কথা বলতে পারছেন না। বহু বিশেষজ্ঞ বহু চেষ্টা করেও সফল হতে পারলেন না। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের একবার রোগিনীকে দেখতে অনুরোধ করলেন। ঠিক সেই সময়ে আকাশে একটি জেটবিমান উড়ছিল। হঠাৎ বিমানটি গতি বাড়িয়ে শব্দ জাল (সাউণ্ড বেরিয়ার) ভেদ করে গেল আর তার ধাক্কায় সারা লিণ্ডাউ কেঁপে উঠল এবং বৃদ্ধাও সেই ধাকায় আর একবার কেঁপে উঠলেন। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে খাটের ওপর সোজা উঠে বসে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠলেন "দোহাই ঈশ্বর বাঁচাও"। বৃদ্ধার ঘরে যেসব ডাক্তার ও নার্স'রা ছিলেন বিমানের আওয়াজে তাঁরা একবার ধাক্কা খেয়ে আর একবার ধাক্কা খেলেন বৃদ্ধার কথা বলা শুনে! বিমানের শব্দে মূকের কথা বলা তাই এক আশ্চর্য ঘটনার মধ্যে পড়েছে।

—

রঘুনাথগঞ্জ সেবা শিবিরের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি

গত ২৪।৮।৬৩ তারিখের বৈকাল ৫ ঘটিকায় সেবা শিবিরের নিজস্ব ময়দানে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সেবা শিবিরের সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষকগণের মিলিত সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে :—

সভাপতি—শ্রীঝড়ুলাল দাস।

সহঃ সভাপতি—শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস, এম, এল, এ,

সাধারণ সম্পাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীপার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীপরমেশ পাণ্ডে, শ্রীদেবব্রত সাধু।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅবনীকুমার রায়।

সভ্য—শ্রীলুৎফল হক, এম, এল, এ, শ্রীসুভাষ সেনগুপ্ত, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চৌধুরী, শ্রীঅশোককুমার রায়, শ্রীউদয়শংকর রায়, শ্রীস্বপনকুমার দত্ত।

গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী জমি ও পুকুর বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি রোডে "গোপীনাথ ভবনের" পূর্ব্বদিক সংলগ্ন আনুমানিক ৫৷৹ কাঠা জমি ও ২ বিঘা জল ও পাড়সহ পুকুর বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দত্ত, ষণ্ডেশ্বরতলা
(কানি লেন) পোঃ চুঁচুড়া, জেলা হুগলী।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

গত ২৬. ৮. ৬৩ তারিখে জঙ্গিপুর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার 7777R নং টিকিটে শ্রীগোপাল পাণ্ডে নামক এক রোগীকে 'লিভার এক্সট্রাক্ট' ইন্‌জেক্‌সনের ব্যবস্থা দেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার শ্রীপ্রকাশ শীল উক্ত রোগীকে A. R. S. ইন্‌জেক্‌সন্ দিতে যান—রোগী বুঝিতে পারিয়া উক্ত কম্পাউণ্ডারের সিরিঞ্জ চাপিয়া ধরিয়া হাল্লা করিতে থাকায় লোকজন জুটিয়া যায়। উক্ত শীল মহাশয় এখানে দীর্ঘ চারি বৎসর কাল আছেন এবং তাঁর ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়ার পদ্ধতি নূতন ধরণের। সকলে ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়ার পূর্ব্বে রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট ঘষিয়া দিয়া ইন্‌জেক্‌সন দিয়া থাকেন। ইনি ডিসটিল্‌ড ওয়াটার বা সিরিঞ্জের কয়েক ফোঁটা ঔষধ দিয়াই কাজ সারেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি যেন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়।

এই প্রকার কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন লোক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে রাখা কত ক্ষতিজনক তা জনসাধারণ বিবেচনা করুন।

শ্রীগোপাল পাণ্ডে যাতে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ না করেন তজ্জন্য শীল মহাশয়ের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয়কে এ বিষয়ে অবিলম্বে তদন্ত করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বিজ্ঞাপন

নিম্নলিখিত তীর টি-আইরন, রেল দরজা জানালা বিক্রয় হবে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ শ্রীবনবিহারী ঘোষ নুরপুর কুঠী (নুরপুর গ্রাম সেবা কেন্দ্রে) অনুসন্ধান করুন।

জিনিষের বিবরণ :—তীর ৬টী ১৮' হিঃ, ২টী ৮' হিঃ, ৮টী ১০' হিঃ, ৮টী ১১' হিঃ, টিআইরন ১৬টী ২০' হিঃ, ১৮টী ১৭' হিঃ, ১৮টী ৪৫' হিঃ, (মধ্যে কাটা আছে) ৬'×৩½' হিঃ, সেগুন কাঠের দরজা ৫ জোড়া, ২ জোড়া জানালা, রেল আছে ৭টি ঐ ঘরে টিআইরন ৩৮টী ১৬' হিঃ, ইট তিন লক্ষ এবং টাইল ছয় হাজার।

খসড়া ভোটার তালিকা

ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটীর খসড়া ভোটার তালিকা ২৪শে আগষ্ট হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যাল অফিস, জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের অফিস ও ধুলিয়ানের জে, এল, আর, ও অফিসে ছুটীর দিন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দিনে বেলা ১০টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য থাকিবে।

ঐ ভোটার তালিকা সম্পর্কে কোন দাবী বা আপত্তি কাহারো থাকিলে ১৯৬৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫টার মধ্যে ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটীর রেজিষ্টারিং অথারিটী ও ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটীর এড্‌মিনিষ্ট্রেটরের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

—জঙ্গিপুর প্রচার দপ্তর

খসড়া ভোটার তালিকা

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর খসড়া ভোটার তালিকা ২৪শে আগষ্ট ১৯৬৩ হইতে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ পর্য্যন্ত জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের অফিস, জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল অফিস ও ২নং রঘুনাথগঞ্জ ব্লক উন্নয়ন অফিসে ছুটীর দিন ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দিনে বেলা ১০টা হইতে বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাইবে।

ঐ ভোটার তালিকা সম্পর্কে কোন দাবী বা আপত্তি কাহারো থাকিলে—১৯৬৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর বৈকাল ৫টার মধ্যে জঙ্গিপুর পৌরসভার রেজিষ্টারিং অথারিটীর নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে। 'জঙ্গিপুর প্রচার দপ্তর'

শীল্ড বিজয়ী

জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয় ও ছাবঘাটী খুদিরাম দাস বহুমুখী বিদ্যালয়ের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমা আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা হইয়া গিয়াছে। জঙ্গিপুর স্কুল ১—০ গোলে জয়লাভ করিয়া শীল্ড লাভ করিয়াছে।

উৎকোচ গ্রহণের দায়ে জে. এল্. আর. ও. গ্রেপ্তার

সিউড়ী—শনিবার সিউড়ীর জুনিয়ার ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার শ্রীসুধীরগোপাল রায়কে দুর্নীতি দমন বিভাগের পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। জানা গিয়াছে, এই দিন উক্ত জুনিয়র ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসার শ্রীরায়ের অফিসে টেবিলের উপর রক্ষিত ফাইলের তলা হইতে ৫০'০০ টাকা পুলিশ উদ্ধার করে। প্রকাশ, 'বেসকো-খ্যাত' শ্রীমদন মুখার্জি অননুমোদিত ভাবে সরকারী জমিতে ইটের ভাটা করার জন্য কিছুদিন হইতেই গোলমাল চলিতেছিল। এই সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে নাকি এক শত টাকার রফাও হয়। এইদিন শ্রীমদন মুখার্জী পুলিশকে সংবাদ দিয়া এই প্রতিশ্রুত টাকার অর্দ্ধেক দেয় এবং উক্ত টাকা দেওয়া মাত্র পুলিশ দ্রুতবেগে ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হয় এবং টেবিলে রক্ষিত ফাইলের তলা হইতে উক্ত অর্থ উদ্ধার করে ও তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানা গিয়াছে, উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে ধৃত জে, এল-আর, ওর পক্ষ হইতে জামীনের আবেদন করা হইলেও তাহাকে এই দিন জামীন দেওয়া হয় নাই।

রায় মহাশয়ের মত দোষে দোষী জে, এল, আর, ও, আরও বহু আছেন। তিনি ঠেকে শিখলেন—তাঁরা দেখে বা শুনে শিখুন। কথায় আছে "স্বভাব যায় না ম'লে—আর ইল্লৎ যায় না ধুলে"। —বীরভূম-বার্তা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

৫৬ মনি ১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

ডিঃ তারাপদ রায় দেং অরবিন্দ রায় দিং দাবি ৮৯ টাকা ২৪ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরি ৮২ শতকের কাত ২৷৷০ আঃ ২৫০৲ হারাহারি মতে খং ৬৭৯ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

জাতীয় প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বাড়ান

ক্ষেতখামারে আর কলকারখানায় আমরা যে যেখানেই কাজ করি, আমাদের আজ প্রতিজ্ঞা হোকঃ আমরা দিন দিন উৎপাদন বাড়াতে থাকব—যাতে জাতির সুখ-সমৃদ্ধি হয়, যাতে অকুতোভয়ে আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মুল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-১
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৫৫-৪৩৬৬

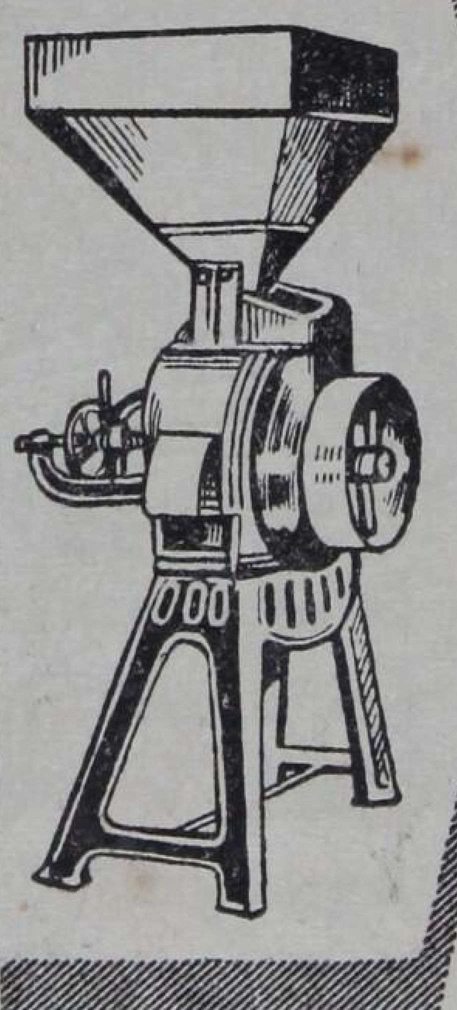

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

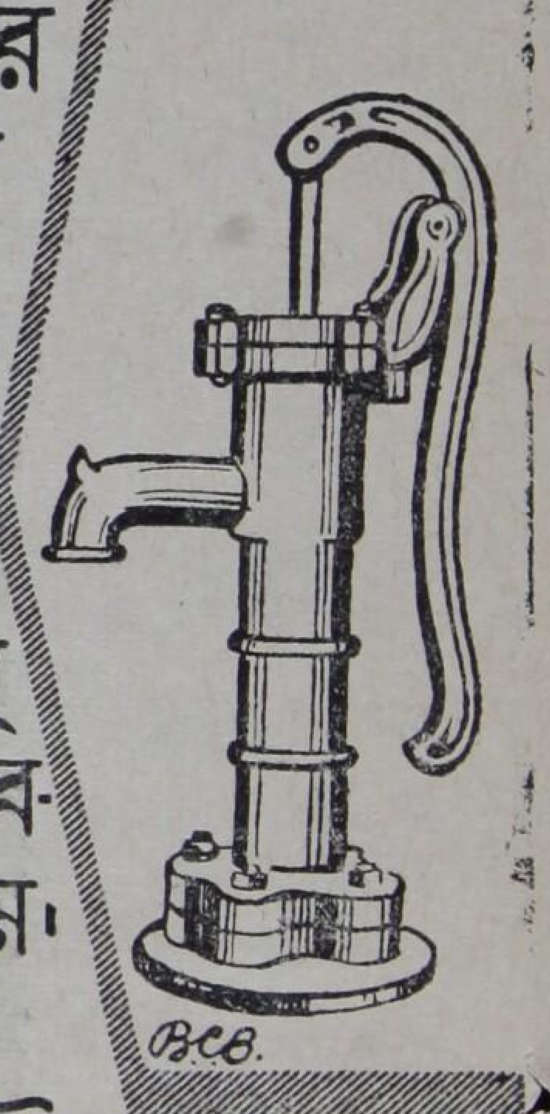

বিক্রেতা:—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নুতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

আর. পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।